রহস্য সংগ্রহ ১

তৃষিত বর্মন

লিইবার ফিয়েরা

প্রাক্‌কথন

বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন গোয়েন্দা চরিত্রের কোনোদিনই তেমন অভাব ঘটেনি। আর তালিকাটিও বেশ দীর্ঘ। প্রায় সকল সাহিত্যিকই তাঁদের রচনা সমগ্রর মধ্যে একটি প্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন।

এই সংকলনের গোয়েন্দা মাধুর্য মারজিত আমার মানসপুত্র। সে পোশায় ডাক্তার, নেশায় রহস্যভেদী। তারও একজন সহকারী আছে ডাক্তার অর্ণব বসু (পলু), মাধুর্যর পারিবারিক বন্ধু, এক সময়ের সহপাঠী এবং বর্তমানে সহকর্মী।

গোয়েন্দাগিরিতে মাধুর্যের হাতেখড়ি মাত্র সতেরো বছর বয়সে, যখন সে বারো ক্লাসের ছাত্র। কোয়েল নদীর চরে, মহামায়ার মন্দিরে কীভাবে তার দূরদৃষ্টি আর অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে একদল ডাকাতকে বামাল ধরে ফেলে, সংকলনের গল্প 'কোয়েল রহস্যে' উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা তার পরিচয় পাবেন।

ক্রমে গোয়েন্দা হিসেবে মাধুর্যর কাজের পরিধি বাড়ে এবং কলকাতা মিউজিয়াম থেকে চুরি যাওয়া পাঁচ-পাঁচটি বিরল স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধার করে সে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার অবনী তালুকদারের স্নেহভাজন হয়ে ওঠে।

যাঁরা সযত্নে গোয়েন্দা গল্পগুলো পাঠকের দরবারে পৌঁছে দিলেন, সেই টিম এলএফ বুকস-কে আমার অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই, সেইসঙ্গে প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মানুষজনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বলা বাহুল্য, গল্পগুলো ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য জগতে মাধুর্য মারজিতের আবির্ভাব, পাঠককুলের আশীর্বাদ ধন্য হলে, আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

১৫ জানুয়ারি, ২০২১
'রহসি', ফনিবর্ম কম্পাউন্ড
পো সিঙ্গুর, জেলা হুগলী

বিনীত
তৃষিত বর্মন

সূ চি প ত্র

বিচিত্র বিকিকিনি ১১
একটি গোপন স্বীকারোক্তি ২৪

মাধুর্য মারজিতের রহস্যভেদ

কোয়েল রহস্য ৩৮
কনিষ্কের স্বর্ণমুদ্রা ৪৮
শ্রীক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র ৬১
গাণ্ডীবের তির ৯০
একটি অনিচ্ছাকৃত খুন ১১৪
খামারবাড়ির অন্তর্ধান রহস্য ১২৬
সাপের ছোবল ১৫৪

বিচিত্র বিকিকিনি

রাধিকাপুর-বারসোই প্যাসেঞ্জারে সকাল সাড়ে পাঁচটায় রায়গঞ্জে নেমে শীতের জব্বর কামড় টের পেল সৈকত। এখন জানুয়ারির শেষাশেষি, উত্তরবঙ্গে শীতের দাঁত বেশ ধারালো। ব্যাপারটা জানা ছিল তার...

ফলে প্রস্তুতিতে কোনও ঘাটতি ছিল না। প্রায় নির্জন প্ল্যাটফর্মে নেমে তড়িঘড়ি সে হাতদুটো ওভারকোটের পকেটে চালান করে দিল।

শীতকে জব্দ করতে মানুষের যা কিছু আয়োজন, তার মধ্যে একটা আপাত আরাম ঘাপটি মেরে থাকে। সে সবের কোনও অবকাশ সৈকতের নেই। শীতের চাবুক উপেক্ষা করে তাকে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু আপাতত জীবনে যেটা সবচেয়ে জরুরি, সেটা হল এক কাপ গরম ধোঁয়া ওঠা চা।

পায়ে পায়ে সৈকত স্টেশন চত্বরের বাইরে এসে দাঁড়াল। উত্তরবঙ্গের জেলাশহর ততক্ষণে একটু একটু করে জাগতে শুরু করেছে। রাস্তার উলটোদিকেই একটা চায়ের দোকান—'বিশ্বাস টি স্টল'। শীতের সকাল পবিত্র এবং শব্দহীন। রাস্তার এপার থেকেই স্টোভের আওয়াজ কানে আসছিল সৈকতের।

ওর কাঁধে একটা মাঝারি সাইজের কালো চামড়ার ব্যাগ... তাতে ক্যামেরা, আইডেন্টিটি অর্থাৎ প্রেস কার্ড, দরকারি কাগজপত্র, একটা রুট ম্যাপ, জলের বোতল... বেলায় রোদের তাপ বাড়লে সেখানে ঢুকবে কান ঢাকা টুপি আর মাফলার।

রাস্তা পার হতে গিয়ে নিজের মনে একটা হালকা রসিকতার খোলসে ঢুকে পড়ে সৈকত। 'বিশ্বাস' শব্দটা এই দু'হাজার বারো সালে আমাদের জীবনে আজ কতটুকু প্রাসঙ্গিক? দুটো দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত সম্পর্কেও এখন আবিশ্বাসের ফাটল। শব্দটা বাংলা অভিধান থেকে তুলে দিলে কেমন হয়?

ভাবতে ভাবতে জনৈক বিশ্বাসের দিকেই এগিয়ে যায় সৈকত। দুটো

হাত ঘসতে ঘসতে জিজ্ঞাসা করে, "দাদা, চা হবে?"

দোকানির চোখ এখন দুধের ভরভরন্ত ডেকচিতে স্থির... যে কোনও সময় উথলে পড়বে। ফলে সেই অবস্থাতেই তিনি ঘাড় না ঘুরিয়ে বলে ওঠেন, "হ্যাঁ হবে, বসুন।"

দোকানের সামনে এল প্যাটার্নে দুটো বেঞ্চি পাতা। তার একটায় বসতে বসতে ঘড়িতে চোখ রাখে সৈকত... ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। ওর গন্তব্য এখান থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে আলতাপুর গ্রাম... কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর সহজ রাস্তাটা আগে জানা দরকার।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বেশ আরাম বোধ করে সৈকত, সঙ্গে লোকাল বেকারির নোনতা বিস্কুট। চায়ের দোকানে সকালের প্রথম চা-টা সাধারণত খুব ভাল হয়... দিনের প্রথম কাপটা খদ্দেরকে দেওয়ার আগে বিশ্বাসবাবু অগ্নিদেবকে আগে উৎসর্গ করে নিয়েছিলেন। এটাই সম্ভবত সব দোকানের রীতি।

সৈকত খালি গেলাসটা বাড়িয়ে ধরে হালকা প্রশংসা ছুড়ল, "চা-টা খুব ভাল হয়েছে... আর এক গেলাস দিন তো... ঠান্ডা কাটতেই চাইছে না।"

তোষামোদে কে না তুষ্ট হয়? আরও এক গেলাস চা সৈকতের হাতে দিয়ে বিশ্বাসবাবু হাসি মুখে বললেন, "হ্যাঁ, এই সময়টায় এখানে খুব ঠান্ডা পড়ে।" তারপর সামান্য বিরতি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "একটু আগে আপনি ওই প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে নামলেন তো? তা এখানে কোথায় যাবেন?"

গাড়ি আপনা থেকেই লাইনে ঢুকে যেতে এবার সক্রিয় হল সৈকত। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "রায়গঞ্জ শহরে আমার কোনও কাজ নেই... আসলে আমি যাব আলতাপুর... সেখানে আমার পিসিমা খুব অসুস্থ... ওনার সঙ্গে দেখা করে আজই আমাকে ফিরতে হবে। কীভাবে যাব বলুন তো?"

"সে তো মেলাই দূর, যেতে আসতেই পাঁচ-ছ'ঘণ্টা লেগে যাবে।" বিশ্বাসবাবুর চোখে-মুখে বিস্ময়। "ন্যাশনাল হাইওয়েতে অবিশ্যি বাস চলে... কিন্তু বাসে গেলে আজ আর আপনার ফেরা হবে না, ওখানেই থেকে যেতে হবে।"

"তাহলে উপায়?" সৈকতের গলায় উদ্বেগ।

বিশ্বাসবাবু ওকে আশ্বস্ত করে বললেন, "উপায় একটা আছে... আপনি প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারেন, তবে ভাড়ার ব্যাপারটা আপনাকে

একটি গোপন স্বীকারোক্তি

প্রাচীন দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং শব্দে সকাল আটটা বাজতে দু'-মহলের মাঝের বিশাল দরজাটা হাট করে খুলে দিয়েছিল সতীশ। যজ্ঞেশ্বর রায়ের কেয়ারটেকার-কাম-খাস বেয়ারা সতীশ মাহাতো।

জানুয়ারির শেষ। চোরা ঠান্ডাটা গুপ্ত ঘাতকের মতো লুকিয়ে আছে কলাবতী কুঞ্জের আনাচে-কানাচে। কুমুদিনী নীচে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। সতীশকে দক্ষিণ মহলের ধারে কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এই মাহেন্দ্রক্ষণটার জন্যই তার দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা।

ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছিলেন যজ্ঞেশ্বর। নিজের মহলে ছোটখাটো একটা লাইব্রেরি আছে তাঁর। অবসরে বই তাঁর প্রিয় সঙ্গী।

আগন্তুক ঘরে পা দিতে স্মিত হেসে তাকে স্বাগত জানালেন যজ্ঞেশ্বর। ধীর অথচ অকম্পিত পায়ে সে যজ্ঞেশ্বরের চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। দু'-চোখে স্থির প্রতিজ্ঞা। আপাত নিরীহ ছোট্ট অস্ত্রটা বুক পকেটেই ছিল। সেটা বের করে যথাস্থানে ঢোকাতেই...

জঙ্গী আন্দোলনের জেরে ইদানীং 'অত্যাবশ্যক পরিষেবা' বলে কিছু হয় না। জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতির ফলে পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো তিন-চারদিন দম ফেলার ফুরসত পেয়ে গেল দ্রোণ আর সাক্ষর।

প্রস্তাবটা দ্রোণই দিয়েছিল। বলেছিল, "চল সাক্ষর, ক'টা দিন চকদিঘিতে দাদানের ওখান থেকে ঘুরে আসি। গ্রামে এখনও ঠান্ডার ভাবটা আছে। দেখবি, তোর ভাল লাগবে।"

"নট আ ব্যাড আইডিয়া। দাদান মানে তোর সেই 'রেয়ার স্পিসিজ্' দাদামশাই তো?" সাক্ষর জিজ্ঞাসা করেছিল। "তা হ্যাঁ রে, দাদানের তো বয়েস হয়েছে। তোর একমাত্র মামা-মামিও শুনেছি দীর্ঘদিন বিদেশে। তা হলে ওখানে দাদানের দেখাশোনা করে কে?"

"সতীশ জ্যাঠা আর ওঁর বিধবা মেয়ে কুমুদিনী।" কতকটা স্বগতোক্তির ঢঙে জবাব দিয়েছিল দ্রোণ। "তোকে আরও কয়েকটা কথা বলা হয়নি"

"আরে না না, সে-সব কিছু নয়।" দ্রোণ হালকা হেসেছিল। "চকদিঘিতে দাদানের পুরোনো আমলের বিশাল বাড়ি। কিন্তু আজও সেখানে বিদ্যুৎ ঢোকেনি। রাতে শেজবাতি জ্বলে। টিভি, টেলিফোন, মোবাইল আধুনিক জীবন যাপনের সব উপকরণই 'কলাবতী কুঞ্জে' নিষিদ্ধ। এখন যাবি কি না, ভেবে বল?"

"যাব না মানে? অবশ্যই যাব।" সাক্ষর দ্বিগুণ উৎসাহে বলেছিল, "তোর কল্যাণে এমন বিরল চরিত্রের ক'জন মানুষকে যখন কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, আয়াম দ্য লাস্ট ম্যান টু প্লে অন দ্য ব্যাকফুট।"

তিনটে-পাঁচের আপ হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল দশ মিনিট লেটে চলছিল। লোকনাথ স্টেশন ছাড়তেই আচমকা জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল দ্রোণ। তর পর ধানখেত সংলগ্ন রেললাইনের পাশে একটা জায়গা দেখিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল---"সাক্ষর, দিস্ ইজ দ্য স্পট। আমি ভুলতে পারি না রে।"

মারাত্মক ঘটনাটা সাক্ষর দ্রোণের মুখে আগে শুনেছে। এখন কাঁধে সমবেদনার হাত ছুঁইয়ে বলে উঠল, "পুরোনো কথা মনে করে নতুন করে কষ্ট পাস না। পাস্ট ইজ পাস্ট। যদিও জানি, বলাটা যত সহজ, মেনে নেওয়া ঠিক ততটাই কঠিন।"

ট্রেন ছেড়ে এবার বাস। সবুজ ধানখেতের বুক চিরে বাস ছুটে চলেছে চকদিঘির দিকে। এক্সপ্রেস বাসের জানালা দিয়ে হু হু করে ঢুকে আসছে জোরালো বাতাস। আরামদায়ক অথচ একটা শিরশিরানি অনুভূতি।

প্রকৃতির আলোর ভাঁড়ারে এখন দৈন্যদশা। আকাশের ছায়া ক্রমশ গভীর হচ্ছে দিগন্ত জুড়ে পাতা সবুজ আঁচলে। শুধু পশ্চিম দিগ্বলয়ে সামান্য রক্তাভা।

সাক্ষরের গলায় খুশির ছোঁয়া। বলল, "এদিকটায় আগে কোনোদিন আসা হয়নি। এত ফ্রেশ অক্সিজেন ফুসফুস আপনিই চাঙ্গা হয়ে যায়। আমরা ক্যাল্‌কেশিয়ানরা সত্যিই হতভাগ্য রে।"

পৌনে সাতটার মধ্যেই বাস চকদিঘি পৌঁছে গেল। এলাকাটা বেশ জমজমাট। দ্রোণ সাক্ষরের পিঠে আতিথেয়তার হাত রেখে বলল, "বাঁদিকে মোরামের রাস্তাটা ধরে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই কলাবতী কুঞ্জ।"

সাক্ষর একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কলাবতী কে? নামটার মধ্যে বেশ একটা ইতিহাস-ইতিহাস গন্ধ আছে না?"

বাস থেকে নেমেই টর্চটা বের করে রেখেছিল দ্রোণ। সাক্ষরের মনে

মাধুর্য মারজিতের রহস্যভেদ

কোয়েল রহস্য

৮০১১ আপ ইস্পাত এক্সপ্রেস দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ মনোহরপুর পৌঁছায়। মাধুর্য আগেই 'টাইম টেবিল' দেখে রেখেছিল। ওর বাবা ছোট পিসিকে তার পাঠিয়ে দিয়েছেন সেই মতো।

ট্রেন যখন মনোহরপুরের আগের স্টেশন পসইতা পার হচ্ছে, তখনই ঘড়িতে বেলা একটা। বাঙ্কের উপর থেকে মালপত্র নামাচ্ছিল মাধুর্য। খিদেতে পেট চুঁই চুঁই করছে। তাই রাগটা গিয়ে পড়ল রেল কোম্পানিরই উপর। বলল, "তিনশো পঁচাত্তর কিলোমিটার রাস্তা আসতে একটা ট্রেন যদি এক-দেড় ঘণ্টা দেরি করে...।"

ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে ছোট বোন মালবিকা বলে উঠল, "তা হলে এক হাজার কিলোমিটার যেতে ট্রেনটা ক'ঘণ্টা দেরি করবে? অঙ্কটা ভীষণ 'ইম্পর্টেন্ট'। তোর উচ্চমাধ্যমিকে আসতে পারে রে দাদা।"

জানুয়ারির শেষ। তবু বেলা একটার রোদে ঝলসে যাচ্ছিল বাইরের ছোট ছোট পাহাড়গুলো। বেশ কষ্ট হচ্ছিল সবার। তবু মালবিকার বলার ধরনে হেসে উঠল সব্বাই।

একা একা মাল নামাচ্ছিল মাধুর্য। তাই বোনের চিমটি কেটে বলা কথাতে রেগে উঠে বলল, "মালু কিন্তু এবার গাঁট্টা খাবে মা, বলে দিলুম। গ্যাঁট হয়ে বসে না থেকে জলের জায়গা, ফ্লাক্স, বিগ শপার এগুলোও তো নামালে পারে।"

মাধুর্যর মা ঘাড় ঘুরিয়ে মৃদু ধমক দিলেন মেয়েকে, "কী হচ্ছে কী মালু? তোদের চুলোচুলি এবার একটু থামাবি? মাধুর্য জানে, কথাটার মধ্যে যত না শাসন আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি আছে প্রশ্রয়। মায়ের আশকারাতেই তো মালুর আস্পর্ধা দিন দিন বাড়ছে।"

ছোটপিসির ছেলে কনিষ্ক স্টেশনে ওদের নিতে এসেছিল। ওর ডাক নাম কুশ। মাধুর্যর সমবয়সি। সামনের বছর একসঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক দেবে।

ছোট্ট কিন্তু খুবই ছিমছাম ঝকঝকে স্টেশন মনোহরপুর। বিহার-উড়িষ্যার